গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

SASEC Road Connectivity Project: Improvement of Banapole and Burimari Land port (1st Revised)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনার জন্য টার্মস অব রেফারেন্স (ToR)

ক) প্রকল্পের বিবরণীঃ

১। প্রকল্পের নাম : SASEC Road Connectivity Project: Improvement of Banapole and Burimari Land port (1st Revised)" প্রকল্প।

২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ।

৪। প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
খুলনা	যশোর	শার্শা
রংপুর	লালমনিরহাট	পাটগ্রাম

৫। **প্রকল্পের ব্যয়ঃ** (লক্ষ টাকায়) :

১	মোট	:	১৫৬৯০.৩৩
২	জিওবি	:	২৩৮৪.১৮
৩	প্রকল্প সাহায্য	:	১৩৩০৬.১৬
৪	নিজস্ব অর্থ	:	--

গ) বাস্তবায়নকাল :

আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ
জুলাই, ২০১৩	জুন, ২০১৯

ঘ) প্রকল্পের পটভূমি : ভৌগলিক অবস্থার কারণে ট্রান্সপোর্ট ও ট্রান্সশিপমেন্ট কেন্দ্র হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি দেশ। বাংলাদেশের সাথে ভারত ও মায়ানমারের সীমান্ত সংযোগ রয়েছে। এছাড়া. নেপাল, ভুটান এবং চীনের কুনমিং সীমান্তের কাছাকাছি থাকায় স্থলপথে আমদানী-রপ্তানীর সুযোগ বিদ্যমান। ২০১০ সালে থিম্পু সম্মেলনে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং ট্রানজিট বিষয়টি প্রাধান্য পায়। সম্মেলনে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে পারস্পরিক বানিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আঞ্চলিক সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতির লক্ষ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি তথা বাণিজ্য প্রসারের নিমিত্ত এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর আর্থিক সহায়তায় বেনাপোল ও বুড়িমারী স্থল বন্দরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও বাংলাদেশ স্থল বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়।

ঙ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

(ক) বেনাপোল ও বুড়িমারী স্থল বন্দরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং

(খ) স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

চ) প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

- বেনাপোল বন্দরের টার্মিনালের রিপেভিং কাজ;
- ট্রান্সশিপমেন্ট শেড নির্মাণ;
- ওয়্যার হাউজ নির্মাণ;
- ড্রেনেজ সিস্টেম মেরামত;
- রাস্তার উন্নয়ন।

ছ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব :

১. প্রকল্পের ১০০% এলাকা প্রভাব মূল্যায়নের আওতাভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে;

২. প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন ও সংশোধনের অবস্থা, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্থায়নসহ সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৩. প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় এবং সার্বিক ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ,সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

৪. ডিপিপি ও লগ ফ্রেমের আলোকে আউটপুট, আউটকাম ও ইমপ্যাক্ট পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৫. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ের (Procurement) ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় আইন (পিপিএ-২০০৬), সরকারি ক্রয় বিধিমালা (পিপিআর-২০০৮) এবং উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের গাইডলাইন ইত্যাদি প্রতিপালন করা হয়েছে কি-না এবং ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে কি-না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৬. প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি (পণ্য, অবকাঠামো ও সেবা) পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষনের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৭. প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কি পরিবর্তন হয়েছে তা বিভিন্ন জাতীয়/স্থানীয় তথ্যে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বেজলাইন সার্ভের (যদি থাকে) আলোকে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা;

৮. প্রকল্পের BCR, IRR ও ERR অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৯. ইন্টারনাল অডিট;

১০. এক্সটারন্যাল অডিট;

১১. অডিট আপত্তি আছে কিনা,থাকলে কয়টি,বিবরণ কী,জড়িত অর্থের পরিমাণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;;

১২. প্রকল্পের success story (যদি থাকে) ও প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) হয়েছে কি-না সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ ও মতামত প্রদান;

১৩. প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই বিষয়ক ও সৃষ্ট সুবিধাদি পরিচালনা ইত্যাদির SWOT Analysis;

১৪. প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি; (i) প্রকল্প এলাকা থেকে সংগৃহীত তথ্য, Focus Group Discussion (FGD) ও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন করে স্টেক হোল্ডারের মতামত গ্রহণ (ii) সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রণয়ন ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ (iii) জাতীয় পর্যায়ের একটি কর্মশালা আয়োজন করে প্রভাব মূল্যায়নের ফলাফলসমূহ অবহিত করণ ও কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ;

১৫. চূড়ান্ত প্রতিবেদনে উল্লিখিত পর্যালোচনার ভিত্তিতে সার্বিক পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;

১৬. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চুক্তির তারিখ থেকে চার মাসের (১২০ দিন) মধ্যে প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম চূড়ান্ত করবে; এবং

১৭. আইএমইডি কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রতিপালন করবে।

জ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা :

ক্রমিক নং	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১.	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান		● গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমীক্ষা পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে।
২.	(ক) টিম লিডার:	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিএসসি ইন সিভিল ইন্জিনিয়ার। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।	● সংশ্লিষ্ট কাজে ন্যূনপক্ষে ১০ (দশ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক; ● টিম লিডার হিসেবে কাজ করার জন্য কমপক্ষে ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; ● কম্পিউটারের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে এবং ● পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে; ● প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;
	(খ) Procurement Specialist	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে যে কোন বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	● ক্রয় সংক্রান্ত কাজে ৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন।
	গ) আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতি/সমাজবিজ্ঞান/ কৃষি অর্থনীতি বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	● আর্থ-সামাজিক গবেষণা ও প্রভাব মূল্যায়ন কাজে কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে;
	ঘ) পরিসংখ্যানবিদ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরিসংখ্যান/ফলিত পরিসংখ্যান বিষয়ে কমপক্ষে স্নাতক ডিগ্রি	● মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা পরিচালনায় SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software Package পরিচালনায় ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে।

ঝ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবে :

ক্রমিক	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়	সংখ্যা
১।	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে	১০ কপি টেকনিক্যাল কমিটির সভার জন্য এবং ১০ কপি স্টিয়ারিং কমিটির সভার জন্য (১০+১০) = ২০ টি
২।	১ম খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে	১০ কপি টেকনিক্যাল কমিটির সভার জন্য এবং ১০ কপি স্টিয়ারিং কমিটির সভার জন্য (১০+১০) = ২০ টি
৩।	২য় খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে	৮০ কপি জাতীয় কর্মশালার জন্য
৪।	২য় খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায় ও ইংরেজি)	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে	১০ কপি টেকনিক্যাল কমিটির সভার জন্য এবং ১০ কপি স্টিয়ারিং কমিটির সভার জন্য (১০+১০) = ২০ টি
৫।	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজিতে)	চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে	(৪০+২০) = ৬০ টি

ঞ) ক্রয়কারী কর্তৃক প্রদেয় :

- প্রকল্প দলিল (ডিপিপি/আরডিপিপি/পিসিআর);
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য সহযোগিতা প্রদান; ইত্যাদি।